দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 JUN 2007

সমস্যা জর্জরিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থের অভাবে একাডেমিক প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত

আবু হেনা মুক্তি

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সরকারীভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবে দেশের একমাত্র রাজনীতি সন্ত্রাস ও সেশনজটমুক্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ভয়াবহ অর্থ সঙ্কটে ভুগছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। বিগত ২২ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত সরকার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ অর্থ বরাদ্দ দেয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র মতে, ১৯৮৭ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯৬ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রতি বছরই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ অন্যান্য জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় সরকারীভাবে উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় তাদের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবায়নও চালু করা যাচ্ছে না অন্যান্য একাডেমিক ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অবকাঠামোগত ও একাডেমিক কার্যক্রমের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। তারপরও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরকম ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস না থাকায় একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। মারাত্মক আবাসন সমস্যায় ভুগছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের জন্য দুটি ও ছাত্রীদের জন্য একটি হল রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন ভাড়া বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করছে। এতে করে ছাত্রদের পাঠদানসহ অন্যান্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হলের আসনসংখ্যার চেয়ে ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় নানারকম অসুবিধা হচ্ছে। খুবি'র ছাত্র মাসুম জানান, আবাসন সংকটের কারণে আমাদেরকে হলের রুমে মেঝেতে থাকতে হচ্ছে। এতে পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া নানাবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মোঃ জহরুল হক ইনকিলাবকে জানান, বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০৪ কোটি টাকার চাহিদা সরকারকে জানানো হলেও এর বিপরীতে মাত্র ২০ কোটি টাকা সরকারীভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিগত জোট সরকারের আমলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ মেলেনি।

খুলনা : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অপ্রতুল —ইনকিলাব